

মেরা গাঁও, মেরি ধরোহর (MGMD): ডিজিটাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রি উন্মোচন

(মেরা গাঁও, মেরি ধরোহর (এমজিএমডি) হল ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রক দ্বারা চালু করা একটি অগ্রণী উদ্যোগ, যার লক্ষ্য একটি বিস্তৃত ভারতীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের 6.5 লক্ষ গ্রামকে সাংস্কৃতিকভাবে মানচিত্র তৈরি করা, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শৈল্পিক বিকাশকে উত্সাহিত করা।)



27 জুলাই, 2023-এ, সংস্কৃতি মন্ত্রক একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ চালু করেছে, 'মেরা গাঁও, মেরি ধরোহর' (MGMD), সাংস্কৃতিক ম্যাপিংয়ের জাতীয় মিশনের অংশ হিসাবে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ভারতের 6.5 লক্ষ গ্রামের সাংস্কৃতিকভাবে মানচিত্র তৈরি করা, যা জাতির বৈচিত্র্যময় এবং প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য একটি ব্যাপক ভারতীয় প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস (IGNCA) এর সহযোগিতায় বিকশিত, MGMD শুধুমাত্র ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সংরক্ষণ ও উদযাপনই নয়, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শৈল্পিক উন্নয়নকেও উৎসাহিত করতে চায়।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে MGMD এর তাৎপর্য:

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি. কিষণ রেড্ডি, সংস্কৃতি, পর্যটন এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দায়ী, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে MGMD-এর তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি হাইলাইট করেন যে এই উদ্যোগটি প্রতিটি গ্রামের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা এবং উদযাপনের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ডকুমেন্টেশন এবং ম্যাপিং: একটি টেস্টামেন্ট টু কালচারাল ট্যাপেস্ট্রি:

এমজিএমডির অধীনে ডকুমেন্টেশন এবং ম্যাপিং ভারতীয় গ্রামগুলির দ্বারা বোনা অনন্য সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রির একটি প্রমাণ হিসাবে পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত। সাতটি বিস্তৃত বিভাগের অধীনে বিস্তৃত তথ্য সংকলন করে, MGMD-এর লক্ষ্য একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার তৈরি করা যা সারা দেশের গ্রামে অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে।

সাংস্কৃতিক মানচিত্র সংক্রান্ত জাতীয় মিশন: বিস্তৃত উদ্দেশ্য:

MGMD-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভারতীয় গ্রামগুলির তথ্যের ভাণ্ডার অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা। এটি সাংস্কৃতিক মানচিত্র সংক্রান্ত জাতীয় মিশনের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ, সারা দেশের গ্রামে অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নথিভুক্ত এবং মানচিত্র করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

MGMD ওয়েব পোর্টাল লঞ্চ: ভারতের গ্রামগুলিতে একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব প্রবেশদ্বার:



27 জুলাই, MGMD প্রোগ্রামটি একটি নতুন ওয়েব পোর্টাল (<https://mgmd.gov.in/>) চালু করার মাধ্যমে একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। এই ব্যবহারকারী-বান্ধব প্ল্যাটফর্মটি গবেষক, উত্সাহী এবং সাধারণ জনগণকে ভারতের গ্রামগুলি সম্পর্কে তথ্যের ভাণ্ডারে সহজে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। পোর্টালটি দেশের প্রতিটি গ্রাম আবিষ্কার, অন্বেষণ, গবেষণা এবং কার্যত পরিদর্শনের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ গন্তব্য হিসেবে কাজ করে।

তথ্যের বিভাগ: সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতার একটি সর্বজনীন অনুসন্ধান:

এমজিএমডি-এর অধীনে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে চিন্তাশীলভাবে সাতটি বিস্তৃত বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতার একটি ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেয়:

1. চারু ও কারুশিল্প গ্রাম:

- ঐতিহ্যগত শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং কারুকার্য প্রদর্শন করা।
- প্রতিটি গ্রামের অনন্য শৈল্পিক ঐতিহ্য তুলে ধরা।

2. পরিবেশ ভিত্তিক গ্রাম:

- টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব অনুশীলনের উপর ফোকাস সহ গ্রামগুলির নথিভুক্ত করা।
- গ্রাম এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুরেলা সম্পর্ক অন্বেষণ করা।

3. ভারতের পাঠ্য এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত স্কলাস্টিক গ্রাম:

- শিক্ষাগত সাধনায় সমৃদ্ধ ইতিহাস সহ গ্রামগুলি উন্মোচন করা।
- গ্রামগুলিকে পাঠ্য এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করা যা তাদের বৌদ্ধিক পরিচয়কে আকার দিয়েছে।

4. রামায়ণ, মহাভারত, বা পুরাণ কিংবদন্তি এবং মৌখিক মহাকাব্যের সাথে সংযুক্ত মহাকাব্য গ্রাম:

- প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য এবং কিংবদন্তির মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত গ্রামগুলি অন্বেষণ করা।
- মৌখিক ঐতিহ্যগুলি কীভাবে বংশ পরম্পরায় এই আখ্যানগুলি সংরক্ষণ করেছে এবং পাস করেছে তা বোঝা।

5. স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাসের সাথে যুক্ত ঐতিহাসিক গ্রাম:

- উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পদচিহ্ন সহ গ্রামগুলিতে আলোকপাত করা।
- বৃহত্তর জাতীয় আখ্যানের সাথে স্থানীয় ইতিহাসকে সংযুক্ত করা।

6. স্থাপত্য ঐতিহ্য গ্রাম:

- স্বতন্ত্র্যসূচক স্থাপত্য শৈলী এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ সহ গ্রামগুলিকে প্রদর্শন করা।
- সময়ের সাথে সাথে গ্রামের স্থাপত্যের বিবর্তন অন্বেষণ করা।

7. অন্য কোন বৈশিষ্ট্য যা হাইলাইট করার প্রয়োজন হতে পারে:

- মাছ ধরার গ্রাম, উদ্যানপালন গ্রাম, মেসপালক গ্রাম ইত্যাদির মতো অনন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
- প্রতিটি গ্রামকে সংজ্ঞায়িত করে এমন বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক শিকড়ের ব্যাপক উপস্থাপনা নিশ্চিত করা।

গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব: অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শৈল্পিক উন্নয়ন:



MGMD-এর মাধ্যমে, সরকার শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণই নয় বরং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শৈল্পিক উন্নয়নকেও উৎসাহিত করে। ভার্টুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রতিটি গ্রামের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করে, MGMD পর্যটন, কারিগর সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ উন্মুক্ত করে, যার ফলে গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখে।

ব্যবহারকারীদের জন্য প্রণোদনা: ডিজিটাল গ্রামের যাত্রাকে পুরস্কারে পরিণত করা:

এমজিএমডি পোর্টাল ব্যবহারকারীদের তাদের ডিজিটাল গ্রামের যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে প্রণোদনা এবং টেকওয়ে অর্জন করার সুযোগ দেয়। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ব্যস্ততাকে উৎসাহিত করে, যা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্বেষণকে ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ এবং পুরস্কৃত অভিজ্ঞতা করে তোলে।

সাংস্কৃতিক ম্যাপিংয়ে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ:

যদিও MGMD সাংস্কৃতিক ম্যাপিংয়ে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে, তখন যে চ্যালেঞ্জগুলি আসতে পারে তা স্বীকার করা অপরিহার্য। ভারতের গ্রামের নিছক স্কেল এবং বৈচিত্র্য যৌক্তিক এবং সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সাংস্কৃতিক অপব্যবহার এড়ানো এই উচ্চাভিলাষী উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যাইহোক, এই চ্যালেঞ্জগুলি সাংস্কৃতিক ম্যাপিং প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়, পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে সহযোগিতার সুযোগও উপস্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত: বিশ্বব্যাপী ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করা:



এমজিএমডি উদ্যোগটি কেবল দেশীয় দর্শকদের জন্যই নয় বরং বিশ্বব্যাপী ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সম্ভাবনাও রয়েছে। ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্ব, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সেতু হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী উপলব্ধি বৃদ্ধি করে MGMD অন্যান্য জাতির অনুসরণ করার জন্য একটি মডেল হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষাগত প্রভাব: শহুরে এবং গ্রামীণ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান কমানো:

MGMD-এর অব্যক্ত সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জ্ঞানের ব্যবধান পূরণ করার সম্ভাবনা। ইন্টারনেট সংযোগ সহ যেকোনও গ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে, MGMD একটি আরও অন্তর্ভুক্ত এবং অবহিত সমাজে অবদান রাখে। এটি স্কুল, গবেষক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড় বুঝতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি মূল্যবান শিক্ষামূলক সম্পদ প্রদান করে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা: সাংস্কৃতিক ম্যাপিংয়ের বাইরে এমজিএমডির বিকাশ:

এমজিএমডি উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ম্যাপিংয়ের বাইরেও এর সুযোগ প্রসারিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি চলমান সাংস্কৃতিক ডকুমেন্টেশনের জন্য একটি গতিশীল জায়গায় বিকশিত হতে পারে, যেখানে গ্রামগুলি তাদের সাংস্কৃতিক বর্ণনা আপডেট করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এতে ক্রাউডসোর্সিং তথ্য, স্থানীয় উদ্যোগকে উত্সাহিত করা এবং একটি জীবন্ত ডাটাবেস তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চির-বিকশিত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

ভারতের সাংস্কৃতিক মোজাইক সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি

যেমন মেরা গাঁও, মেরি ধরোহর উন্মোচিত হয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক মোজাইকের বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। গ্রামের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অন্বেষণ করার জন্য একটি বিস্তৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, MGMD শুধুমাত্র গবেষক এবং উত্সাহীদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করে না বরং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নতুন পথ খুলে দেয়। নাগরিকরা MGMD পোর্টালের মাধ্যমে ভার্চুয়াল যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে, তারা ভারতের গ্রামগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রি সংরক্ষণ এবং উদযাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। উদ্যোগটি একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি আরও সাংস্কৃতিকভাবে সংযুক্ত এবং সুরেলা ভারতের দিকে পথকে আলোকিত করে।

